আখ সমাচার

নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলের ইক্ষু উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ বিষয়ক মাসিক

পৃষ্ঠপোষকতায় ঃ আনিসুল আজম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বর্ষ-১০ সংখ্যা-৫৫ ॥ অক্টোবর ২০২২ খ্রি. ॥ রবিঃ আউ-রবিঃ সানি ১৪৪৪ হিজরী ॥ আশ্বিন-কার্তিক ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

কুশার সমাচার

বর্তমান সময়ে করণীয়, অক্টোবর" ২০২২
ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বক্তব্য

১। জমিতে জো আসার সাথে সাথে আর বিলম্ব না করে আগাম আখ রোপণ করুন। শুধু আগাম আখ চাষের মাধ্যমে আখের ফলন শতকরা ৫০ ভাগ বাড়ানো যায়।

২। বীজতলা বা পলিব্যাগে উৎপাদিত আখের চারা দেড় থেকে দুই মাস বয়সের হলে মুল জমিতে রোপণ করুন। রোপণের পূর্বে চারার পাতার ২/৩ অংশ অবশ্যই ছেঁটে দিতে হবে।

৩। বীজতলা বা রোপাণকৃত আখের জমিতে সাদাপাতা রোগাক্রান্ত গাছ দেখা মাত্র তা শিকড়সহ উঠিয়ে ধ্বংস করুন।

৪। অনুমোদিত বিশুদ্ধ বীজ ব্যবহার করুন। বিশুদ্ধ বীজ ব্যবহার করলে আখের ফলন ২৫% বৃদ্ধি পায়।

"সাথী ফসল লাইনে করুন, অধিক ফসল ঘরে তুলুন"

সু-খবর! সু-খবর!! সু-খবর!!!

আখ চাষী ভাইদের জন্য সু-খবর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দেশ ও জনস্বার্থে ২০২২-২৩ আখ মাড়াই মৌসুম হতে আখের মূল্য নিম্নরূপ বৃদ্ধি করেছেন।

কেন্দ্রের নাম	২০২১-২২ মাড়াই মৌসুমের মূল্য		২০২২-২৩ মাড়াই মৌসুমের মূল্য	
	প্রতি কুইন্টালের মূল্য (টাকা)	প্রতি ৪০ কেজির মূল্য (টাকা)	প্রতি কুইন্টালের মূল্য (টাকা)	প্রতি ৪০ কেজির মূল্য (টাকা)
মিলস্ গেট	৩৫০.০০	১৪০.০০	৪৫০.০০	১৮০.০০
বাহির কেন্দ্র	৩৪৩.৪০	১৩৭.৩৬	৪৪০.০০	১৭৬.০০

 # এছাড়া ১৫ জানুয়ারী থেকে প্রতি ১৫ দিন পর পর মোট ৫ (পাঁচ) বার মূল্য বৃদ্ধির হার কুইন্টাল প্রতি ৪.০০ (চার) টাকা ধার্য করা হয়েছে।
 # তাছাড়া চিনি আহরণের হার ৮% এর অধিক হলে সরকারী নিয়মে পূর্বের ন্যায় প্রিমিয়াম মূল্য প্রদান করা হবে।

এছাড়া বীজ আখের মূল্য সরবরাহ যোগ্য আখের মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত মূল্য নিম্নরূপ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

বীজের শ্রেণী	২০২১-২২ মাড়াই মৌসুম	২০২২-২৩ মাড়াই মৌসুম
	প্রতি কুইন্টালের জন্য অধিক মূল্য (টাকা)	প্রতি কুইন্টালের জন্য অধিক মূল্য (টাকা)
ফাউন্ডেশন/রেজিষ্টার্ড বীজ আখ	৮.০৪	১০.০০
সার্টিফাইড বীজ আখ	৪.০২	৫.০০

 # উন্নত প্রযুক্তিতে অধিক জমিতে আখ চাষ করুন।
 # চিনিকলে অধিক আখ সরবরাহ করে নিজে লাভবান হউন।

প্রচারে ঃ নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলস্ লিঃ, গোপালপুর, নাটোর।

আখের সাথে সাথী ফসলের চাষ

মোসাঃ শামীমা পারভীন
ব্যবস্থাপক (বীঃপঃ এন্ড এ্যাগ্রোঃ)

আখের সাথে ডাল ফসলের মধ্যে মিশ্র ফসল হিসাবে মশুর আবাদ চাষীদের মাঝে বহুকাল থেকে প্রচলিত। গতানুগতিক ভাবে মশুর ছিটিয়ে বুনলে এর ডাল পালা নতুন গজানো আখের চারাকে দুর্বল করে দেয় এবং আখের কুশি কম গজায়। অনুমোদিত পদ্ধতিতে মশুর চাষ করলে তা আখের জন্য সহায়ক হয়। মশুর ডাল জাতীর ফসল বলে বাতাস থেকে নাইট্রোজেন নিয়ে শিকড়ে গুটির ভিতর জমা রাখে যা পরবর্তীতে উক্ত খাদ্য উপাদান আখের কাজে লাগে। মশুরের গাছ ছোট এবং দুসারি আখের মাঝে ফাঁকা জায়গাটুকু জুড়ে থাকায় আগাছার উপদ্রব কম হয়। তাছাড়া মশুরের পাতা ও শুকনা লতা মাটিতে মিশিয়ে জৈব পদার্থের ঘাটতি কমানো যায়।

আখের সাথে মশুর চাষের প্রযুক্তি সমূহ যা ধাপে ধাপে বিবেচনায় আনতে হবে সেগুলো হলোঃ

১। জমি নির্বাচন ঃ আখ চাষের উপযোগী দো-আঁশ, বেলে ও এঁটেল দো-আঁশ মাটি মশুর চাষের জন্য উপযোগী

২। জাত নির্বাচনঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বারি মসুর-৫, বারি মসুর-৬ ও বারি মসুর-৭ ভাল ফলন দিতে সক্ষম। তবে কোন কোন অঞ্চলে বারি মসুর -৩ এখনো সমাদৃত।

৩। জীবন কালঃ ৯৫-১০০ দিন।

৪। বপনের সময়ঃ আগাম: কার্তিক মাস (মধ্যে অক্টোবার থেকে মধ্য নভেম্বর) নামলা: অগ্রহায়ণ মাস (মধ্য নভেম্বর থেকে মধ্যে ডিসম্বর)।

৫। বীজের পরিমানঃ আখের সারির মাঝে লাইন করে বপন করলে ৬ কেজি/একর। আখের সাথে ছিটিয়ে মশুর বপন করলে ১২ কেজি/একর।

৬। সার প্রযোগ ঃ প্রতি বিঘায় ৩ কেজি ইউরিয়া, ৩ কেজি মিউরেট অব পটাশ, ৭ কেজি টিএসপি ও ৭ কেজি জিপসাম শেষ চাষের সময় জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।

৭। বীজ শোধনঃ বপনের পূর্বে প্রতি কেজি বীজ ২.৫০০ গ্রাম প্রোভেক্স ২০০ (ডব্লিওপি) দ্বারা শোধন করে নিতে হবে।

৮। বপন পদ্ধতি (লাইন করে বপন) ঃ এ পদ্ধতিতে আখ আগে রোপন করে আখের ২সারির মাঝ দিয়ে ছোট লাঙ্গল টেনে নালা করে মশুর বপন করতে হবে। উল্লেখ্য, ১ সারি আখের সাথে ২ সারি মশুর এবং জোড়া সারি আখের সাথে ৩ সারি মশুর দিতে হবে।

ছিটিয়ে বপন (লাগসই পদ্ধতি) ঃ এ পদ্ধতিতে শেষ চাষের পর মশুর সমস্ত জমিতে সমানভাবে ছিটিয়ে দিয়ে মই টেনে দিতে হবে। তার পর ৩০-৩৬ ইঞ্চি দুরত্বে ড্রেন করে আখ রোপন করতে হবে। এখানে লক্ষ্যনীয় মশুর যেন মূল ফসল অর্থাৎ আখের কোন ক্ষতি করতে না পারে সে জন্য এভাবে মশুর বপনের ২০/২৫ দিন পর আখের ২(দুই) সরির মাঝখানের মশুর রেখে আখের গোড়ায় জন্মানো মশুর গাছগুলো উঠিয়ে দিয়ে আখের গোড়া পরিস্কার রাখতে হবে।

৯। পরিচর্যাঃ মশুরের জন্য তেমন কোন পরিচর্যার দরকার হয় না তবে আগাছা দেখা দিলে তা পরিস্কার করে দিতে হবে। বপনের সময় জমিতে পরিমিত রস না থাকলে জমিতে হালকা সেচ দিয়ে উপযুক্ত "জো" অবস্থায় এনে বপন করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

১০। রোগ ব্যবস্থাপনা ঃ পাতা ঝলসানে রোগ দেখা দেয়ার পূর্বে (৬০-৬৫ দিন বয়সে) রুভ্রাল ৫০ (ডব্লিউপি) ২ গ্রাম/লিটার অথবা সিকিউর-৬০০ (জবি-উজি) ১ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে৭-১০ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

১১। ফসল কাটাঃ অধেক পরিমান মশুরের গাছ বাদামী রং ধারন করলে ফসল তুলতে হবে। মশুর টেনে না তুলে কাস্তে দিয়ে কেটে তুলতে হবে এতে শিকড়ে সঞ্চিত নাইট্রোজেন মাটিতে থেকে যাবে যা মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির সহায়ক।

১২। ফালন ঃ একরে ৫০০-৬৫০ কেজি (আবহাওয়া, জাত ও জমি ভেদে কম বেশি হতে পারে)।

১৩। মশুর তোলার পর আখের যত্নঃ (ক) আগাছা দমনঃ জমি আগাছা মুক্ত করুন। (খ) সেচ প্রদান: পর পর ২টি সেচ দিন (১ম সেচের পর জমিতে 'জো' আসলে ২য় সেচ) । গ) সার প্রয়োগ: ২য় দফা সারের অর্ধেক অংশ প্রয়োগ করুন।

আখের সাথে সাথী ফসল হিসাবে আলুর চাষ

মোঃ কাওছার আলী সরকার
ব্যবস্থাপক (সম্প্রঃ)

আখ রোপনের পর ৩ থেকে ৪ মাস আস্তে আস্তে বাড়ে। এ সময় দু সারি আখের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গায় লাভজনক ভাবে আলুর আবাদ করা যায়। গবেষনা করে দেখা গেছে যে, সাথী ফসল হিসেবে আলু সবচেয়ে উপযোগী। আলুর জন্য যে সব অতিরিক্ত সার, সেচ ও পরিচর্যা করা হয় আখ তার আংশিক সুবিধা ভোগ করে। সাথী ফসল হিসেবে আলুর চাষ করলে আখের ফলন শতকরা ১০ থেকে ১৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

উপযোগী মাটি ঃ পানি নিস্কাশনের সুবিধা আছেএমন ইক্ষু চাষ উপযোগী বেলে দো-আঁশ মাটি আলু চাষের জন্য নির্বাচন করতে হবে।

আলুর জাত ঃ উন্নত জাতের মধ্যে কার্ডিনাল,কুফুরিসুন্দরী,মূলটা,পেট্রোনেস ও সূর্যমুখী চাষ করা যায়।

আলুর বীজের পরিমাণ ঃ স্থানীয় জাত একর প্রতি ২৭৫ কেজি ও উন্নত জাত একর প্রতি ৩৫০ কেজি।

জমি তৈরী ও বপন ঃ দুই সারি আখের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গায় মাটি যতটা সম্ভব কুপিয়ে ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। ছোট আকারের আলু না কেটে লাগানো সবচেয়ে ভাল। বড় আকারের আলু হলে ১-২ চোখ বিশিষ্ট লম্বালম্বি ভাবে দুই বা ততোধিক ভাগে কেটে লাগানো যেতে পারে।লাঙ্গলের সাহায্যে নালা কেটে নালায় ১৫-২০ সেঃ মিঃ দূরে দূরে আলু বীজ বপন করে দু পাশের মাটি দিয়ে বীজ ঢেকে দিতে হবে।

বীজ আলু কাটার ২৪ থেকে ৪৮ ঘন্টা পর লাগানো উচিত। আলু তোলার পরপরই জমিতে রস থাকলে দু'একদিনের মধ্যেই কোদাল দিয়ে জমি তৈরী করে মুগ ডাল দ্বিতীয় সাথী ফসল হিসেবে বপন করা যেতে পারে।

সারের মাত্রা ও প্রয়োগ ঃ আলুর জন্য একর প্রতি ৩০০০ কেজি গোবর, ১৪০ কেজি খৈল, ৫ কেজি ইউরিয়া, ২৫ কেজি টিএসপি ও ৪০ কেজি এমওপি সার ব্যবহার করতে হবে। সম্পূর্ণ গোবর ও খৈল,টিএসপি,এমওপি, জিপসাম এবং অর্ধেক ইউরিয়া জমি তৈরীর সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া সারের বাকী অর্ধেক বীজ আলু রোপনের ৩০-৪০ দিন পরে আলুর সারির একটু দূর দিয়ে দু'পাশে প্রয়োগ করে গাছো গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হবে। এক লাইন এবং জোড়া সারি পদ্ধতিতে তিন লাইন আলু লাগাতে হবে।

পরিচর্যা ঃ আলুর জমি সব সময় আগাছা মুক্ত ও মাটি ঝুরঝুরে রাখতে হবে। আলু লাগানোর ৩০ থেকে ৪০ দিন পর এবং আলু ধরা শুরু করলে সেচ দেয়া দরকার।

পোকা মাকড় ও রোগ বালাই ঃ উঁইপোকা ও পিঁপড়া দমনের জন্য একর প্রতি ০৩ কেজি রিজেন্ট বীজ লাগানোর পূর্বেই নালায় প্রয়োগ করতে হবে। আলু গাছের সবচেয়ে মারাত্মক ক্ষতিকারক রোগ হল লেট ব্লাইট। মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় এ রোগ দ্রুত ছড়ায়। এ রোগ দমনের জন্য ছত্রাক নাশক ডাইথেন এম-৪৫,১০ লিটার পানির সাথে ১৫ মিঃ লিঃ ঔষধ মিশিয়ে আলু গজানোর পর থেকে ৮ থেকে ১০ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে।

ফসল তোলা ঃ আলু গাছের পাতা হলুদ হয়ে শুকিয়ে গেলেই আলু তোলার সময় হয়। আলু তোলার ৭-৮ দিন পূর্বেই গাছগুলি কেটে দিতে হয়। এতে করে আলুর খোসা পুষ্ট হয়। খোসাগুলো সহজে উঠে যায় না এবং সংরক্ষণে সুবিধা হয়। আলু তোলার পর দু'তিন ঘন্টা ছায়ায় রেখে শুকিয়ে নিতে হয়। আলু তোলার সবচেয়ে উপযুক্ত সময় হচ্চে দিনের প্রথম ভাগ।

উপদেষ্টা ঃ মোঃ আসহাব উদ্দিন, ভারঃ মহাব্যবস্থাপক (কৃষি)
সম্পাদক ঃ মোঃ কাওছার আলী সরকার, ব্যবস্থাপক (সম্প্রঃ)
কার্যকরী সদস্য ঃ মোসাঃ শামীমা পারভীন, ব্যবস্থাপক (বীঃপঃ এন্ড এগ্রো)
ঃ মোঃ গোলাম রব্বানী, উপ-ব্যবস্থাপক (সিপি)
ঃ মোঃ হেদায়েতুল্যা, উপ-ব্যবস্থাপক (ঋণ)

নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলস্ লিঃ এর কৃষি বিভাগ থেকে প্রকাশিত ও সজিব প্রিন্টিং প্রেস, গোপালপুর হতে মুদ্রিত